গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৭১২.০৬.০১০.১৭-১১৫

২ আশ্বিন ১৪২৪
তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সচিব-সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ।

সূত্র: আধাসরকারি পত্র সংখ্যা-০৪.০০.০০০০.৭১২.০৬.০১০.১৭.৮৯ তারিখ: ২৩ জুলাই ২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে ২ জুলাই ২০১৭ তারিখে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সচিব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ সূত্রোক্ত আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (নিকোষ ফন্ট-এ সফট কপিসহ) নির্ধারিত ছকে (সংযুক্ত) আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হল।

বর্ণনামতে: সংযুক্ত ১ (এক) ফর্দ।

(মোঃ রেজাউল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৩৭২২
ই-মেইল: adc2_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব

----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়।

সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব

.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর

অনুলিপি:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর
উপ-সচিব (প্রশাসন) ১/২/৩
তারিখ: ২১/৯/১৭
ডায়েরী নং:
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

প্রশা-১
ডায়েরী নং:
তারিখ:

বিগত ০২/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি

---------- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত কার্যক্রম
১	রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর ও বিমান বন্দরের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পরিচালনার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের ন্যায় কাস্টমস্ ও ব্যাংকিং কার্যক্রম ৭ দিন ২৪ ঘন্টা চালু রাখতে হবে;	
২	দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকাসহ অন্যান্য পাহাড় ও টিলা অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশ রক্ষা, ভূমিধ্বস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে আরও আন্তরিক হতে হবে যেন এ বছরের মত মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে;	
৩	রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	
৪	গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে, গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমাতে হবে;	
৫	অঞ্চল ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়;	
৬	জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থ-বছরের প্রথম তিন মাস প্রকল্পের পেপার ওয়ার্ক সম্পন্ন করে শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে এবং কাজের গুণগতমানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;	
৭	বাজেট প্রাপ্তির পরপরই অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প বাছাইপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় ;	
৮	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার আরও বাড়াতে হবে। অর্থবছরের শেষ দিকে তাড়াহুড়া না করে বছরের শুরু থেকেই বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে ব্যবস্থা নিতে হবে;	
৯	ফাস্ট ট্রাক-ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে আরও আন্তরিক হতে হবে। সৎ, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের প্রকল্প কাজে দায়িত্ব দিতে হবে;	
১০	সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ভালো কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে সেবা পেতে জনগণের ভোগান্তি হ্রাস করতে হবে;	
১১	সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে;	
১২	আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করে সকলের ন্যায়সঙ্গত পদোন্নতি এবং পদায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে;	
১৩	অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি এবং সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;	
১৪	জঙ্গীবাদ দমন এবং মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;	

বিগত ০২/০৭/২০১৭ খ্রি: তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

---------- মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্তসমূহ	গৃহীত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর ও বিমান বন্দরের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পরিচালনার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের ন্যায় কাস্টমস্ ও ব্যাংকিং কার্যক্রম ৭ দিন ২৪ ঘন্টা চালু রাখতে হবে;		
২	দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকাসহ অন্যান্য পাহাড় ও টিলা অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশ রক্ষা, ভূমিধ্বস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে আরও আন্তরিক হতে হবে যেন এ বছরের মত মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে;		
৩	রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ ও রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;		
৪	গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে, গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমাতে হবে;		
৫	অঞ্চল ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়;		
৬	জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থ-বছরের প্রথম তিন মাস প্রকল্পের পেপার ওয়ার্ক সম্পন্ন করে শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে এবং কাজের গুণগতমানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;		
৭	বাজেট প্রাপ্তির পরপরই অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প বাছাইপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় ;		
৮	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার আরও বাড়াতে হবে। অর্থবছরের শেষ দিকে তাড়াহুড়া না করে বছরের শুরু থেকেই বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে ব্যবস্থা নিতে হবে;		
৯	ফাস্ট ট্রাক-ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে আরও আন্তরিক হতে হবে। সৎ, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের প্রকল্প কাজে দায়িত্ব দিতে হবে;		
১০	সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা ও শুদ্ধাচার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ভালো কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো থেকে সেবা পেতে জনগণের ভোগান্তি হ্রাস করতে হবে;		
১১	সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে;		
১২	আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করে সকলের ন্যায়সঙ্গত পদোন্নতি এবং পদায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে;		
১৩	অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি এবং সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;		
১৪	জঙ্গীবাদ দমন এবং মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;		

১৫	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নে মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;		
১৬	সরকারি কর্মচারী হিসেবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসেবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে;		
১৭	সচিবালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থান সংকুলানের বিষয়ে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ ও সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;		
১৮	সচিবালয়ে নির্মিতব্য নতুন ভবনটির কাজ দ্রুত সম্পন্নের নিমিত্ত চলতি অর্থ-বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে;		
১৯	কৃষি জমি নষ্ট না করে এলাকা ভিত্তিক ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে ;		
২০	সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর চলাকালে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তরপর্বে সাচিবিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;		
২১	বাজেট পেশ এবং অর্থবিল উপস্থাপন অনুমোদন কালে অধিবেশন চলাকালীন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন;		
২২	১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ও ২০০৯ থেকে বর্তমান মেয়াদ পর্যন্ত সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের তালিকা প্রস্তুত এবং প্রামাণ্যচিত্র আকারে তথা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;		
২৩	আদালতে বিচারাধীন সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে/বিভাগের আইন শাখা/অধিশাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;		
২৪	প্রকল্প প্রণয়নে ব্যাংক সুদের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Discount factor নির্ধারণ করা যেতে পারে;		
২৫	পদ্মা সেতুসহ বড় বড় প্রকল্পের মালামাল পরিবহনে আন্তদেশীয় সমস্যার বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে দ্রুততার সঙ্গে অবহিত করতে হবে;		
২৬	যে সমস্ত জেলা স্বউদ্যোগে তহবিল গঠন করে ভিক্ষুকমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সেই তহবিলে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।		